১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬

একটি

নিরাপদ মানবিক মির্জাপুরের ইশতেহার

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

WWW.JAMAAT-E-ISLAMI.ORG

মির্জাপুর উপজেলা

ভূমিকা

জনতার ইশতেহার টাঙ্গাইল-৭ (মির্জাপুর)
ঐক্যবদ্ধ মির্জাপুর
মির্জাপুর উপজেলা, টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইল–৭ (মির্জাপুর) জনতার ইশতেহার

১৯৪৭ এর দেশবিভাগ, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের শিখিয়েছে স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদা ও ন্যায়বিচারের চেতনা। এই ভূখণ্ডের মুসলিম–অমুসলিম, নারী–পুরুষ, তৃতীয় লিঙ্গ—সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের রক্ত ও ত্যাগে অর্জিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। পরবর্তীকালে বিভিন্ন গণআন্দোলনসহ সর্বশেষ জুলাই অভ্যুত্থানে জনগণ অন্যায়, বৈষম্য, স্বৈরশাসন ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এসব আন্দোলন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়— রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি হবে ইনসাফ, সমতা ও মানবিকতা। ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, মত কিংবা পরিচয়ের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য নয়—সবার জন্য সমান অধিকার, নিরাপত্তা ও সম্মান নিশ্চিত করাই একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সমাজের অঙ্গীকার।

বংশাই ও লৌহজং নদী বেষ্টিত উর্বর ভূমি, পরিশ্রমী মানুষ ও সম্ভাবনাময় তরুণ সমাজ নিয়ে মির্জাপুর এক অপার সম্ভাবনার জনপদ। কিন্তু দীর্ঘদিনের দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও অগণতান্ত্রিক শাসনের কারণে এই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়নি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, কৃষি ও অবকাঠামো—সবখাতেই মানুষ আজ বঞ্চিত।

বিগত বছরগুলোতে ভোটাধিকার হরণ, দমন-পীড়ন, মামলা ও নিপীড়নের মাধ্যমে জনগণের কণ্ঠ রোধ করা হয়েছে। তরুণ সমাজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, কৃষক ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত, সাধারণ মানুষ ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

এই অন্ধকার সময় পার হয়ে ইনসাফভিত্তিক, মানবিক ও দুর্নীতিমুক্ত মির্জাপুর গড়ার প্রত্যয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। তরুণ সমাজকে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষকের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতকরণ, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং স্থানীয় সেবায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠাই আমাদের অঙ্গীকার।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বিশ্বাস করে—
প্রতিহিংসা নয়, ন্যায়বিচার;
দুর্নীতি নয়, স্বচ্ছতা;
শোষণ নয়, কল্যাণ—
এই নীতিই হবে আগামীর মির্জাপুরের ভিত্তি।

বিষয়সূচি

জনতার ইশতেহার টাঙ্গাইল-৭ (মির্জাপুর)
ঐক্যবদ্ধ মির্জাপুর
মির্জাপুর উপজেলা, টাঙ্গাইল

১. শিক্ষার মান উন্নয়নে কার্যকরী পদক্ষেপ
২. স্বাস্থ্যখাতের মান উন্নয়নে পদক্ষেপ
৩. মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি
৪. বেকার সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ
৫. প্রবাসীদের উন্নয়নকল্পে পদক্ষেপ
৬. আইন শৃঙ্খলার মান উন্নয়নে পদক্ষেপ
৭. প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নয়নে পদক্ষেপ
৮. কৃষিখাতের মান উন্নয়নে পদক্ষেপ
৯. শিল্পখাতের মান উন্নয়নে পদক্ষেপ
১০. যোগাযোগ খাতের মান উন্নয়নে পদক্ষেপ
১১. পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে পদক্ষেপ
১২. বিনোদন ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে পদক্ষেপ
১৩. শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি
১৪. ধর্মীয় স্বাধীনতায় পদক্ষেপ
১৫ ভাতা সংক্রান্ত নীতিমালা উন্নয়ন
১৬. নারীনীতি উন্নয়নে পদক্ষেপ
১৭. মুক্তিযোদ্ধাদের উন্নয়নে পরিকল্পনা
১৮. জুলাইযোদ্ধাদের উন্নয়নে পরিকল্পনা
১৯. তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠির জন্য পরিকল্পনা
২০. শ্রমিক-মজুরদের জন্য পরিকল্পনা
২১. ভূমিহীন ও ভিক্ষুকদের জন্য পরিকল্পনা
২২. আলেম-ওলামাদের উন্নয়নে পরিকল্পনা
২৩. সাংবাদিকদের জন্য আমাদের ভাবনা

১. শিক্ষার মান উন্নয়নে কার্যকরী পদক্ষেপ

কেবল পাশের হার বৃদ্ধি করাই আমাদের লক্ষ্য নয়, একটি উন্নত, সুশিক্ষিত, নৈতিকতা সম্পন্ন ও মানবিক জাতি গঠন করাই আমাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণে আধুনিক মির্জাপুর গঠনে শিক্ষা নিয়ে আমাদের ভাবনা-

১.১ শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করে শিক্ষার হার শতভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা।

১.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন করা এবং উন্নত শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা করা।

১.৩ শিক্ষকদের আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১.৪ শিক্ষাখাতে সর্বোত্তম প্রযুক্তির ব্যবহার করে দেশে-বিদেশে আধুনিক শিক্ষার সাথে সমন্বয় করা।

১.৫ ক্যারিয়ার গাইডলাইন, লিডারশীপ ট্রেনিং, মোটিভেশনাল ক্যাম্প ও দেশ-বিদেশে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক সেমিনার করা।

১.৬ স্থানীয় ভাবে ইংরেজী, চাইনিজ, জাপানী, আরবি সহ বিভিন্ন দেশের ভাষা শিক্ষার ব্যাবস্থা করা।

১.৭ কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ সকল ধরণের শেলফ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম পরিচালনা করা।

১.৮ কর্মমূখী শিক্ষার মান উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১.৯ বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা।

১.১০ উপজেলার সকল ধরণের শিক্ষা কার্যক্রম জবাবদিহিতা ও তদারকির মধ্যে নিয়ে আসা।

১.১১ যে সকল অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই, সে সকল অঞ্চলে প্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

১.১২ মির্জাপুরের কলেজগুলোর শিক্ষার মানকে আরো বৃদ্ধি করা হবে এবং মির্জাপুর সহীদ ভবানী প্রসাদ সাহা কলেজকে মাস্টার্স মানে উন্নীত করা।

১.১৩ মির্জাপুর উপজেলা সদরে একটি আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা।

২. স্বাস্থ্যখাতের মান উন্নয়নে পদক্ষেপ

মির্জাপুর উপজেলায় আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা ও দক্ষ জনবলের ঘাটতির কারণে মানুষকে জেলা বা ঢাকায় যেতে হয়; তবে পরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়ন ও জনবল বৃদ্ধি করলে স্থানীয়ভাবেই মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব।

২.১ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা। আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ ও দক্ষ জনবল নিয়োগের মাধ্যমে এগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করা।

২.২ যেহেতু স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স উপজেলার এক প্রান্তে অবস্থিত এবং উপজেলার পাহাড়ি এলাকার স্বাস্থ্যসেবা কষ্টসাধ্য, তাই পাহাড়ি এলাকায় একটি হাসপাতাল স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২.৩ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের জনবল নিয়োগ ও সংস্কার, পর্যাপ্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং ঔষুধ সরবরাহ করার মাধ্যমে প্রত্যেকটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র কার্যকর করা।

২.৪ ব্যবহার অনুপযোগী কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে প্রয়োজনীয় সংস্কার, জনবল নিয়োগ, চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহের মাধ্যমে সক্রিয় করা।

২.৫ ১৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মধ্যে জরাজীর্ণ ৭টি কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ করা, ৬টি কেন্দ্র সংস্কার করা এবং অবশিষ্ট নতুন ২টি কেন্দ্রে জনবল নিয়োগ, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ঔষুধ সরবরাহ করার মাধ্যমে সবগুলো কেন্দ্রকে সক্রিয় করার ব্যবস্থা করা।

২.৬ ঐতিহাসিক সেবা প্রতিষ্ঠান দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কুমুদিনী হাসপাতালটি সরকারের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে আগত সেবা গ্রহীতাদের সেবার মান আরো বৃদ্ধি করা।

২.৭ বেসরকারী স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহকে শৃংখলার মধ্যে নিয়ে আসা।

৩. মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি

৩.২ উপজেলার সকল মাদকপ্রবণ স্থান বা মাদকের আখড়া হিসেবে পরিচিত স্থানে বিশেষ অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে মাদকের আখড়াগুলো নির্মূল করার ব্যবস্থা করা। সেই সাথে মাদকের সরবরাহ চেইন ব্লক করা।

৩.৩ মাদকাসক্ত যুবকদের শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনে যোগ্যতা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

দাঁড়িপাল্লায় ভোটদিন

ঐক্যবদ্ধ মির্জাপুর

৪. বেকার সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ

৪.১ বেকার যুবক/যুবতীদের তালিকা করে শিক্ষাগত যোগ্যতার শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৪.২ যারা উদ্যোক্তা হতে ইচ্ছুক তাদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ প্রস্তুত করা এবং তাদের উৎসাহ প্রদানের জন্য উদ্যোক্তা মেলা সহ নানামূখী কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৪.৩ যুব ও যুব মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে সহায়তার জন্য বিশেষ ঋণ প্রদান করা।

৪.৪ উপজেলায় নিম্নোক্ত ধরণের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজনঃ-

ক) টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন।
খ) যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।
গ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে মহিলা উদ্যোক্তা তৈরিতে নানামূখী প্রশিক্ষণের জন্য একটি সমৃদ্ধ প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

৪.৫ এ সকল কেন্দ্রে যারা সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষ করবে তাদের চাকুরী মেলার মাধ্যমে উপজেলার বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর ব্যবস্থা করে দেওয়া।

৪.৬ বেকারত্ব দূরীকরণে বিদেশফেরত দক্ষ জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন
ঐক্যবদ্ধ মির্জাপুর

৫. প্রবাসীদের উন্নয়নকল্পে পদক্ষেপ

৫.১ বিদেশ যেতে ইচ্ছুক যুব সমাজের জন্য দ্রুততম সময়ে কারিগরী শিক্ষা ও ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৫.২ প্রবাসীদের সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা।

৫.৩ বিদেশ থেকে স্থায়ীভাবে ফিরে আসার পর যাতে প্রবাসীরা বেকার না থাকে কিংবা হতাশায় না ভোগে, সেজন্য তাদের যোগ্যতানুযায়ী প্রশিক্ষণসহ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সহায়তা করা।

৫.৪ প্রবাস ফেরত কেউ পুনরায় প্রবাসে যেতে চাইলে তাদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৬. আইন শৃঙ্খলার মান উন্নয়নে পদক্ষেপ

৬.১ জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানসহ ইজ্জত সম্মানের নিরাপত্তা বিধান করা।

৬.২ সকল নাগরিককে ইনসাফপুর্ণ আইনী সহায়তা প্রদান করা।

৬.৩ মাদক, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজমুক্ত সমাজ গড়ে তুলে আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জন্য হয়রানীমুক্ত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

৬.৪ এলাকাভিত্তিক সালিশী বৈঠকের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং বিরোধ মীমাংসা করে সামজিক সুসম্পর্ক তৈরী করে মামলা মোকদ্দমার পরিমাণ কমিয়ে আনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।

৬.৫ অপরাধপ্রবণ এলাকাগুলো সিসি ক্যামেরার আওতায় নিয়ে এসে চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি ও ইভটিজিং রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭. প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নয়নে পদক্ষেপ

আমরা স্বনির্ভর মির্জাপুর গড়তে চাই, যেখানে থাকবে না দূর্নীতি ও প্রশাসনিক দৌরাত্ম। কোন দল, ব্যক্তি বা মধ্যস্থতাকারীর সাহায্য ছাড়াই প্রতিটি নাগরিক পাবে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক সেবা।

"আমাদের অঙ্গীকার, প্রশাসন হবে জনতার"।

৭.১ প্রশাসনকে সম্পুর্ণ দূর্নীতিমুক্ত করা। সেজন্য প্রয়োজনে উপজেলায় একটি মনিটরিং সেল গঠন করা।

৭.২ প্রশাসনকে জনকল্যাণমূখী করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা। প্রতিটি অফিস আদালতে গিয়ে মানুষ যাতে নিগৃহীত ও হয়রানীর শিকার না হয় এবং সম্মানের সাথে তাদের সেবা গ্রহণ করতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

৮. কৃষিখাতের মান উন্নয়নে পদক্ষেপ

৮.১ প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষকদের কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা।

৮.২ সঠিক সময়ে, সঠিক পরিমাণে এবং ন্যায্যমূল্যে কৃষকদের জন্য সার, বীজ ও কিটনাশক সহ প্রয়োজনীয় কৃষিসামগ্রী নিশ্চিত করা।

৮.৩ শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন জাত উদ্ভাবনে এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে সহযোগিতা করা।

৮.৪ কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষিপণ্য সহজে পরিবহণ এবং রপ্তানীর জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮.৫ কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য ফসলী জমির পাশ দিয়ে প্রয়োজনীয় খাল খনন এবং জলাবদ্ধ জমিতে কার্যকর পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৮.৬ কৃষকদের সহজ শর্তে কৃষি ঋণের ব্যাবস্থা করা।

৯. শিল্পখাতের মান উন্নয়নে পদক্ষেপ

৯.১ শিল্প প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৯.২ মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

৯.৩ সরকারী নীতিমালার আলোকে শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

৯.৪ শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ে ভূমিকা রাখা।

৯.৫ শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজ করা।

৯.৬ দক্ষ শ্রমিক উন্নয়নে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৯.৭ শ্রমিকদের আবাসন সংকট সমাধানে ভূমিকা রাখা।

৯.৮ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে কর্মমূখী মায়েদের সন্তানদের জন্য চাইল্ড কেয়ার সেন্টার বাস্তবায়নে তদারকি বৃদ্ধি করা।

৯.৯ টাঙ্গাইল কটনমিল কে উৎপাদনমূখী করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১০. যোগাযোগ খাতের মান উন্নয়নে পদক্ষেপ

১০.১ একটি ইউনিয়ন থেকে তার পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন এবং প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে উপজেলা সদরে যাতায়াতের জন্য নূন্যতম একটি করে কানেক্টিং রাস্তা নির্মাণের ব্যবস্থা করা।

১০.২ পুরো উপজেলার সমস্ত রাস্তাঘাটের তালিকা আমাদের নিকট রয়েছে। সেসব তালিকা ধরে সার্ভে করে প্রয়োজনীয় ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ করা।

১০.৩ মির্জাপুরের উপর দিয়ে যে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কটি চলে গিয়েছে; সেটিকে আরো নিরাপদ ও মির্জাপুরের ইতিহাস ঐতিহ্য তুলে ধরে দৃষ্টিনন্দন স্থাপনার মাধ্যমে মির্জাপুরকে তুলে ধরা।

১০.৪ যে সকল রাস্তায় যাতায়াতের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে সে সকল রাস্তা সম্প্রসারণ করা।

১০.৫ রাস্তাঘাট সংস্কারে টেকসই ও দীর্ঘস্থায়িত্বকে প্রাধান্য দেওয়া, যাতে প্রতি বছর একই রাস্তা বার বার সংস্কার বা পুনঃনির্মাণ করতে না হয়।

১০.৬ রাস্তাঘাটের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের যে বাজেট বরাদ্দ থাকে, তার সর্বোচ্চ ব্যয় নিশ্চিত করা, বাজেট ও ব্যয়ের হিসাব জনসম্মুখে প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

১০.৭ গোড়াই শিল্পাঞ্চল ও মির্জাপুর বাজারসহ ব্যস্ততম রাস্তাসমূহের যানজট নিরসনে এক্সপার্টদের সমন্বয়ে একটি কমিটি করে উক্ত কমিটির মাধ্যমে পরিকল্পনামাফিক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এতে বিরোধীদল সহ সকল রাজনৈতিক দলের পরামর্শ গ্রহণ করা।

১০.৮ সড়ক দূর্ঘটনা রুধে ঝুকিপূর্ন স্থানে স্মার্ট ট্রাফিক লাইট এবং AI ক্যামেরা স্থাপন ।

১১. পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে পদক্ষেপ

১১.১ বেড়িবাধগুলো সংস্কার করা।

১১.২ নদীভাঙ্গন মির্জাপুরের একটি অন্যতম সমস্যা। তাই একে প্রাধান্য দিয়ে নদীর পাড় সংস্কার ও ভাঙন প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১২. বিনোদন ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে পদক্ষেপ

১২.১ সরকারি উদ্যোগে মির্জাপুর শহরকেন্দ্রিক একটি শিশুপার্ক অথবা বিনোদনকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যেখানে প্রবীণদের জন্য একটি নিরাপদ ওয়াকওয়ে থাকা এবং শিশুদের মেধা বিকাশের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা থাকা।

১২.২ সুস্থ্য বিনোদন চর্চার লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে বছরের বিভিন্ন সময় সুস্থ্য ধারার সাংস্কৃতিক ও প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এবং সেখানে দেশের বরেণ্য কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো।

১৩. শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি

১৩.১ উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে আধুনিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি গণ-পাঠাগার স্থাপন করা।

১৩.২ উপজেলার কেন্দ্রীয় পাঠাগারের অধীনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার প্রেরণের ব্যবস্থা করা।

১৪. ধর্মীয় স্বাধীনতায় পদক্ষেপ

আমরা সংখ্যাগুরু কিংবা সংখ্যালঘু শব্দতে বিশ্বাসী নই। সকলেই আমরা বাংলাদেশী নাগরিক হিসেবে নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালনে আমাদের লক্ষ্য -

১৪.১ সকল ধর্মের অনুসারীগণ যাতে সমান স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করা এবং ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রিয় নিরাপত্তা বিধান জোরদার।

১৪.২ বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অসহায়, অস্বচ্ছল ও দরিদ্রদের আর্থিক পুনর্বাসন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলা।

১৪.৩ মসজিদ ও মন্দিরভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র বৃদ্ধিকরণ ও তদারকি নিশ্চিত করা।

১৫ ভাতা সংক্রান্ত নীতিমালা উন্নয়ন

সরকারী বা বেসরকারী, যে কোন ভাতা রাজনৈতিক বা আত্মীয়তার ভিত্তিতে নয়, বরং ন্যায্যতার ভিত্তিতে সকল ভাতা প্রদান করা হবে।

সরকারী বিভিন্ন ভাতা যেমন-

১৫.১ বয়স্ক ভাতা

১৫.২ বিধবা ভাতা

১৫.৩ প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা

১৫.৪ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে মাতৃত্বকালীন ভাতা

১৫.৫ প্রতিবন্ধী ভাতা

১৫.৬ এছাড়া ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস ও কিডনি রোগীদের বিশেষ অর্থ সহায়তা প্রদান করা সহ সকল ভাতা রাজনৈতিক কিংবা আত্মীয়তার ভিত্তিতে নয়, বরং ন্যায্যতার ভিত্তিতে প্রদান করা।

১৫.৭ ভাতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও ষাটোর্ধ বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প এর আয়োজন করা।

দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন
ঐক্যবদ্ধ মির্জাপুর

১৬. নারীনীতি উন্নয়নে পদক্ষেপ

যুগ যুগ ধরে এই দেশের নারীরা নিগৃহীত। তাদের উন্নয়নকল্পে আমাদের কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপঃ

১৬.১ অসহায় ও নীপিড়িত নারীদের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৬.২ স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসাগামী ছাত্রীদের রাস্তাঘাটে চলাফেরার ক্ষেত্রে ইভটিজিং বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৬.৩ কর্মজীবী নারীদের কর্মক্ষেত্রে হয়রানী বন্ধে প্রশাসনের সহযোগিতায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।

১৬.৪ বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, বৃদ্ধা ও অসহায় নারীদের জন্য সরকারী সহায়তা বৃদ্ধি করা।

১৬.৫ যৌতুক, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আইনী ভূমিকা রাখার জন্য লিগ্যাল এইড (আইনী সহায়তাকেন্দ্র) কে কার্যকর করা।

১৬.৬ অসহায় মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করা।

দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন

ঐক্যবদ্ধ মির্জাপুর

১৭. মুক্তিযোদ্ধাদের উন্নয়নে পরিকল্পনা

মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের সূর্য্যসন্তান। তাদের সর্বাত্মক চেষ্টা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই স্বাধীনভূখণ্ড দান করেছেন। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানার্থে আমাদের কিছু পরিকল্পনা রয়েছে।

১৭.১ সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধাগণের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যথাযথ সম্মানপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

১৭.২ মুক্তিযোদ্ধাগণের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য জীবিত মুক্তিযোদ্ধাগণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের স্থান চিহ্নিত করে সংরক্ষণ করা।

১৭.৩ মির্জাপুরের সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধাগণের তালিকা উন্মুক্ত স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।

১৮. জুলাইযোদ্ধাদের উন্নয়নে পরিকল্পনা

জুলাইযোদ্ধারা আমাদের দেশের গর্ব ও অহংকার। তিপ্পান্ন বছর পূর্বে আমরা একটা রাষ্ট্র পেলেও আমরা এ যাবৎ কোন স্বাধীনতার পুর্ণ স্বাদ পাইনি। স্বাধীনতার চেতনার নামে আমাদের আরেকটি দেশের তাবেদারি করতে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু জুলাইযোদ্ধারা নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে আমাদের জন্য সত্যিকার স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। তাই তাদের উন্নয়নে আমাদের পরিকল্পনা নিম্নরূপঃ-

১৮.১ জুলাই যোদ্ধাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৮.২ আহত জুলাই যোদ্ধাদের নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা।

১৮.৩ আহত জুলাই যোদ্ধাদের পুনর্বাসন ও আজীবন স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

১৮.৪ জুলাই যুদ্ধে মির্জাপুরের ইতিহাস সংরক্ষণে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৯. তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠির জন্য পরিকল্পনা

১৯.১ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাতে তারা পুনর্বাসিত হতে পারে।

১৯.২ তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠিদের তাদের নিজ নিজ পরিবারে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

২০. শ্রমিক-মজুরদের জন্য পরিকল্পনা

২০.১ বাংলাদেশের শ্রমনীতি বাস্তবায়নে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২০.২ আন্তঃজেলা ভ্রাম্যমান শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে অস্থায়ী আবাসিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

২১. ভূমিহীন ও ভিক্ষুকদের জন্য পরিকল্পনা

২১.১ প্রকৃত ভূমিহীনদের শনাক্ত করে তাদের সরকারী জমিতে আবাসনের ব্যবস্থা করা।

২১.২ ইতিমধ্যে বরাদ্দকৃত ভূমিহীনদের জন্য সরকারী বাসস্থানগুলো সংস্কার করা এবং প্রকৃত গ্রহীতা দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

২১.৩ ইউনিয়ন/গ্রামভিত্তিক ভিক্ষুকদের তালিকা করে তাদের পুনর্বাসন করা এবং যথাসম্ভব শীঘ্র ভিক্ষুকমুক্ত মির্জাপুর গঠনের চেষ্টা করা।

২২. আলেম-ওলামাদের উন্নয়নে পরিকল্পনা

২২.১ আলেম-উলামাদের সামাজিক কর্মকান্ডে ভূমিকা রাখার ব্যবস্থা করা।

২২.২ ইমাম-মোয়াজ্জিনদের সম্মানজনক সরকারী বেতন-ভাতা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

২২.৩ ইমাম-মোয়াজ্জিনকে মসজিদের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করা।

২২.৪ মির্জাপুর উপজেলার কওমি ও হাফেজিয়া মাদ্রাসাগুলোর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে এবং শিক্ষকদের সম্মানজনক ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২২.৫ পীর মাশায়েকদের মানবিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন

২৩. সাংবাদিকদের জন্য আমাদের ভাবনা

২৩.১ প্রকৃত সাংবাদিকদের তালিকা করে তাদের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।।

২৩.২ সাংবাদিক সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন। তাদের স্বাধীনভাবে সাংবাদিকতা করার পরিবেশ তৈরি করা।

আমাদের ইশতেহারে ঘোষিত বিষয়াবলী বাস্তবায়নে সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে।